https://mahrishikalkimaharaj.wordpress.com/

ভূমিকাঃ

'আমরা সকলেই মানব জীবনে ঈশ্বরের জ্ঞান ধারণ করিতে চাই কিন্তু সঠিক শাশ্বত্ তত্ত্ব এবং সদ্‌গুরুর অভাবে মনুষ্য জীবনে বিষাদ্ পূর্ণ অবস্থা। তাই...

"শরীর আমার মন আমার,
কেন জ্ঞান আমার নয়!
শরীরকে ধরে মনকে ধরে,
মহাজ্ঞান আমাদেরই হয়।।

মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণ মালোবাবা' কয়,
আত্ম্যাধীক বিদ্যা ধারণেই ধর্ম্ম জ্ঞান হয়।
তাই শরীরকে ধরও, মনকে ধরও,
শাশ্বত্ 'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণ তুমি করও।।"

@মালোবাবা মহাবেদ।

MALOBABA5122P0005102021

"আশ্বিন" মাসের সংখ্যা (৩)

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

'স্বয়ংবল গুরুকুল' দ্বারা প্রকাশিত

"ধর্ম্মযুদ্ধ' সপ্তাহিক পত্রিকা

আশ্বিন(৩) মাস ৫১২২কঃ/১৪২৮বঃ

১- ৪'থ সংখ্যা- ১০৫টি মুদ্রিত;
৫'ম সংখ্যা- ৫০টি মুদ্রিত;
১৪'ই আশ্বিনঃ ০১-১০-২০২১
(শুক্রবার-বৃহস্পতিবার)
লাইভ-সকাল ৯-১০ ঘঃ
নিত্য বৈকাল ৩-৪ ঘঃ

hak-fohh-mxa

বিরচিতঃ 'পরমবৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবা' (তাপস)।

!! ধর্ম্মযুদ্ধ লাইভ !!

সনাতনঃ সত্যং ধ্রুব শাশ্বত।।

[পুরাতন সংখ্যা যাঁহারা সংগ্রহ করিতে চান, 'গুরুকুল ধামে যোগাযোগ করুন।]
সুবোধ গোসাঁই সেবা আশ্রম, বলদেবাড় মালোপাড়া, কালনা।

© মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

[আপনার প্রশ্নের-উত্তর জানিবার জন্য লাইভে আসুন।]

hak-fohh-mxa

LIVE!

....@Malobaba

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

সপ্তাহিক সময়সূচীর যোগপঞ্জী ।। বিভিন্ন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান

==

দিন-যোগঃ (১৪'ই আশ্বিন-২০'ই আশ্বিন) শুক্রবার-শিবযোগ ।। শণিবার-সিদ্ধযোগ ।। রবিবার-সাধ্যযোগ ।। সোমবার-শুভযোগ ।। মঙ্গলবার-শুক্রযোগ ।। বুধবার-ব্রহ্মযোগ ।। বৃহস্পতিবার-ইন্দ্রযোগ ।।

অনুষ্ঠানঃ শুক্রবার- দশমী, আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস। নাগরিক দিবস।
শণিবার- একাদশী(ইন্দ্রিরা), বিশ্ব অহিংসা দিবস।
রবিবার- দ্বাদশী, বিবাদ যোগ এবং গর্ভদান।
সোমবার- ত্রয়দশী, শ্রীশ্রীদেবীরধূনন যাত্রা।
মঙ্গলবার- চতুর্দ্দশী পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান, অমাবস্যা নিশি পালন।
বুধবার-মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, তিল তর্পণ, অমাবস্যা ব্রতোপবাস, পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান।
বৃহস্পতিবার- প্রতিপাদ শ্রীশ্রীশারদীয়ার প্রতিপাদ আরম্ভ, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

সংসারঃ অতীতঃ এবং বাস্তা।

মহাঋষি মালোবাবা সাধারণ জীবন

[এই অংশে আপনাদের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য যোগাযোগ করুন।(২•৪)]

=========================
মালোবাবা বাহন-আহ্বান স্তুতিঃ
=========================

এতৎ কল্কিঅবতারঃ সপ্তে চিরংজীবিঃ প্রসিদ্ধঃ এতৎ প্রসিদ্ধঃ ।।৩।।

অশ্বথমা বলিব্যাসৈ হনুমান চঃ বিভীষনঃ।
কৃপাঃ পরুসূরামঃ চঃ সপ্তেতে চিরংজীবিনঃ।।(১)
মহাবাহঃ চিরংজীবিনঃ মৃত্যুংজয়ী কল্কিবাহনঃ।
তৎ প্রসিদ্ধৎ অষ্টসিদ্ধি চঃ মহাঋষি মালোবাবায়ং সমার্পণঃ।।(২)
চিরঃ শ্বাশত বৈবসৎ কালন্ বৈষ্ণব বাহন্ স্বাত্মা জাগরণঃ।
সর্ব্ব পাপ হরে সিদ্ধেয়ং পরমেশ্বরঃ মালোবাবায়ং নমো নমঃ।।(৩)

ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং পরমেশ্বরঃ মালোবাবায়ং নমঃ!স্বাহা ।।৩।।

[NB: আগামী পর্বে আসিতেছে —

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

সনাতনং সত্যং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।

[অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ
ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ .]

====================================

৮৪৮৪৮৪০৮৪ টি প্রাণের যমতত্ত্ব কথা।

====================================

সংখ্যাতত্ত্ব অষ্টচক্র চতুর্থ আচারে।
সত্য যুগের পূর্ণ বেদ জ্ঞাণাচারে।।
অষ্টসখী চতুর্থ ধর্ম কর্ম্মে।
ভক্ত-ভগবাণ দেখও ধর্মার্থকামমুখ্য জ্ঞাণে।।
অষ্টসিদ্ধি চতুর্থআশ্রমের ধ্যাণে।
মানব জীবনে মনুষ্যধর্ম শ্বাশত জ্ঞাণে।।
পূর্ণ হয় শূণ্য ধ্যাণ-ধরনার জ্ঞাণে।
মনুষ্যধর্মের জাগরণ মালোবাবার সণে।।
অষ্টধাতুর শক্তি দেখও চতুর্থ শ্বাসের প্রাণে।
যমরাজার সৃষ্টি আদি কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞাণে।।
সত্য সনাতন ধর্ম মনুষ্যধর্মের জাগরণ আনে।
সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবার ধ্যাণ, জ্ঞাণ ও প্রাণে।।
যমতত্ত্ব রহিত হয় হঁরি মালোবাবায়ং কৈল্লম গানে।
জগতগুরু মালোবাবা মনুষ্যধর্মের জাগরণ আনে।

===========================

মনুষ্যধর্ম ও দেহতত্ত্ব জীবন মিলন

===========================

জানো কি! জানো তুমি, মনুষ্যধর্ম রক্ষায় মালোবাবার কি জ্ঞাণ?
শ্বাসবায়ু, প্রাণবায়ুর মাঝে দেখও বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ধ্যান ও জ্ঞাণ।।
চতুর(৪) শ্বাসে এক ব্রহ্ম অষ্ট(৮) ধাতুর তৈরী।
ষোলো(১৬) রতি পূর্ণ জ্ঞাণে মনে ধরে মালোবাবার স্মৃতি।।
বত্রিশ(৩২) ধরনের কল্পনায় সুমন-কুমনের দৃষ্টি।
চৌষট্টি(৬৪) গুণের বীজে দেখও আত্মাতত্ত্ব সৃষ্টি।।
নাম তোমার সিদ্ধ হইবে ১০৮ জ্যোতির বর্ণ কর্মে,
প্রাণ বন্ধু খুজিয়া পাইবে।
যখন তোমার বিশ্বাস চলিবে,
২১,৬০০ বার নারায়ণ পরঃ গতির সঙ্গে।।
আমার প্রাণে, তোমার প্রাণে,
জীবের গতি সমান যমরাজারও জ্ঞাণে।
মালোবাবার মন্ত্র দেখও প্রাণবায়ু,
ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মাবীজের প্রাণে ও জ্ঞাণে।।
২৭ দিনের চন্দ্রশক্তির জোয়ার ভাঁটার খেলা।
২১ দিনে মাতৃ ভক্তির রূপে দেখও স্বস্ত্রি করে হেলা।।
গণপতি মহারাজার মাতৃপৃত্রি পূজা দিয়ে পথ চলা।
মালোবাবার সপ্ত ধরের সপ্ত দিনে ঋষি জীবনের পথ চলা।।
মনুষ্যধর্ম রক্ষা হয় মালোবাবার জ্ঞাণ-ভক্তির সঙ্গে।
জ্যোতির ব্রহ্ম- চৈতন্য জ্ঞাণ পূর্ণ হয় ১৬, ৩২, ৬৪ কলার সঙ্গে।।
হঁরি রূপে মালোবাবার জগতে অধিষ্ঠান।
মালোবাবার পূজার মন্ত্রে আত্মা তুষ্টির জ্ঞাণ ও প্রাণ।।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবালন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যালন্দম্।।

৬

==============================

শ্রেষ্ঠ দান কোন জায়গায় দিলে হয়।

==============================

১। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান ত্যাগী সন্ন্যাসীকে নিস্বার্থ দান।
২। বৈষ্ণব গুরুকে নিস্বার্থ দান।
৩। অতিকায় গরীব ভিক্ষুকে নিস্বার্থ দান।
৪। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্ম্মে দান।
৫। তীর্থ স্থানে ভ্রমণের নিস্বার্থ দান।
৬। বিপদ গ্রস্থঃ ও ত্রাণ কার্যে নিস্বার্থ দান।

[[দ্রঃ এই সকল প্রকার দান তিন প্রকার ১। স্বাত্বিক ২। রাজসিক ৩। তামসিক দান। আবার কামনার সহিত ও নিস্বার্থ দান।]]

ব্যাক্তিগত ৬'জনকে দান দিতে নাইঃ

১। আততায়ী (গৃহদাহকারী, বিষপ্রয়োগকারী, ভূমিদার, অর্থাদি-অপহরণকারী, এবং প্রাণনাশাদি অনিষ্ঠ সাধনে যে তৎপর)।
২। অতিপ্রমোদী, ৩। স্নেহশূণ্য, ৪। নিয়মিত মিথ্যাবাদী, ৫। ভগবদ্ ভক্তিশূণ্য, ৬। নিপুনমন্য বা আত্ম্যগড়ীমাকারী।

যে ৯-ধরনের ব্যক্তির কাছে কিছু ভিক্ষা বা দান নেওয়া উচিত নয়ঃ

---

১) কৃপণ (যে কাউকে কিছু দান করতে চায় না।)
২) শাপপ্রদ (কথায় কথায় অভিশাপ দিযে থাকে)
৩) মূর্খ (দান করে অনুশোচনা করে)
৪) ধূর্ত (দানের ছলে অসৎ অভিসন্ধি পোষণ করে)
৫) কৈবর্ত (জীবহত্যাকারী তথা নিচু মনের মানুষ) ৬) মানী ব্যাক্তির অবমন্তা (সম্মানীয় ব্যাক্তিকে অবজ্ঞা করেন যিনি)
৭) নির্ষ্ঠুর
৮) শত্রুভাবাপন্ন
৯) কৃতঘ্ন (বিশ্বাসঘাতক)

[[দ্রঃ আপনারা যাহারা মহান দানী, ঈশ্বর তাদের আত্ম্য সন্তুষ্ঠি প্রদান করুক এবং সকল জন্মে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হোক।]]

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!! বার যপ করে দান গ্রহণ করুন।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

সংসারং অতীতং এব বাস্য।

• নাম অপরাধ।
• বৈষ্ণব অপরাধ।
• গুরু অপরাধ।
• সেবা অপরাধ।
•• মালোবাবার অপরাধ শূণ্য ন।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।

==============================
!!মালোবাবায়ং চর্তূবর্গনামস্তোত্রঃ!!
==========================

ওঁ নমঃ মালোবাবায়ং চতূর্থযুগঃ নামস্ত্রোত্র পাঠন্ নিত্যং।
নারায়ণঃ বিদ্যা জ্ঞান-বিজ্ঞানৈ পরমানন্দুচ্ছত্যে।।
প্রথমং সত্যযুগঃ শ্রীহরি নামং হঁর-গৌরি।
দ্বিতীয়ং ত্রেতাযুগঃ শ্রীরাম-সীতা লক্ষ্মণ স্বাক্ষীং।
তৃতীয়ং দ্বাপরযুগঃ রাধে-শ্যামং চ্ বলরাম অধিপতি।
চতুর্থ যুগেং মালোবাবা' নামং
মাতৃ-পৃত্রি রূপং চৈতণ্যঃ জ্ঞান পরাঃগতি।।
এবং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যানং প্রপাঠং নরঃ-নারী চ্ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি।
সর্ব্ব পাপ বিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকং স্বঃ গচ্ছতি।।

ওঁ নমঃ ভগবতে হঁরি মালোবাবায়ং নমঃ !!৩!!

============================
বিষ্ণুতত্ত্ব চিন্তন !! মহাঋষি মালোবাবা।
============================

সকল কর্ম্মে বিষ্ণু স্মরণ করে যে জন।
সেই একমাত্র শুদ্ধভাব ও শুচিকারী বৈষ্ণব জন।।
বীজ অংশে সংহার বৈষ্ণবতত্ত্ব কয়।
কৃষ্ণতত্ত্ব স্বঃজ্ঞাণ জাগরণ সর্ব্ব শ্বাস্ত্যে রয়।।
মূলাধারে মূল বীজ 'লং'-কারে দেখও।
মালোবাবার কথামৃতে কুলকুন্ডলীনীর জাগরণ দেখও।।

বিষ্ণুতত্ত্ব নাম তত্ত্বে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়।
মালোবাবার মন্ত্র যপে রোগ-শোক দূর হয়।।
চৈত্রে বিষ্ণুরতি এবং ঔষধে বিষ্ণু চিন্তন।
মালোবাবার কথামৃতে হইবে বৈষ্ণব জাগরণ।।
বৈবসৎ কালের মুনি মালোবাবা, বৈষ্ণবতত্ত্ব জাগরণ করে।
বৈষ্ণব বংশের সত্যকে জাগাইতে
'ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!! যপ ধরে।।

জয় জয় জয় মালোবাবা, মালোবাবার জয়।
তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরমমাতা-পিতা, তুমি বৈবসৎ-সাবর্ণী কালময়।।

"যে নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে দেখও আপন শ্রীহঁরি।।" চৈঃ

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বত্।।

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।
ইহার অধিক ধর্ম্ম নাই শোনও 'সনাতন"।। চৈঃ

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরি নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

সংস্কারং অতীতং এব বাহ্য।

====================================

আশ্বিন মাসী ঈন্দ্রিরা একাদশী মহাবেদ্ স্তোত্রঃ

====================================

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

!! একম্ দ্রষ্টাঃ ভাবং অনুভূতিম্ একাদশীম্!! ।১।
!! একাদশ রুদ্রাঃ জ্ঞানং জ্যোতি রূপম্ একাদশীম্ !! ।২।
!! একাদশ ইন্দ্রঃ সংযতম্ ক্রিয়া ভক্তিম্ একাদশীম্ !! ।৩।
!! আত্মদর্শনম্ পদঃ প্রবৃত্তিম্ কর্ম্ম জ্ঞানার্থেং একাদশীম্ !! ।৪।
!! স্বকর্ম্মঃ ভক্তিং জ্ঞানম্ সংস্কারম্ ক্রিয়াব্রতম্ একাদশীম্ !! ।৫।
!! স্বত্মা গুণঃ প্রবৃত্তিম্ সংস্কারম্ ক্রিয়াব্রতম্ একাদশীম্ !! ।৬।
!!মহাকালং জ্ঞানং দর্শনম্ সংস্কারম্ ক্রিয়াব্রতম্ একাদশীম্ !! ।৭।
!! ব্রহ্মবিদ্যাং চিত্তঃ শুদ্ধিং সংস্কারম্ মহাব্রতম্ একাদশীম্ !! ।৮।
!! হিরণ্যগর্ভময়ং গুণকর্ম্মঃ দর্শণম্ মহাব্রতম্ একাদশীম্ !! ।৯।
!! মহাপাপং ক্ষয়ম্ অজ্ঞান্ ধ্বংসকরণম্ মহাব্রতম্ একাদশীম্ !! ।১০।
!! মহাবিষ্ণুং ভক্তিম্ ইষ্ঠঃ ভক্তিম্ জায়তে ভগ্বাণ ক্রিয়া একাদশীম্ !! ।১১।

ইন্দিরা একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য .

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম তা কৃপা করে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে রাজন! আশ্বিন মাসের একাদশী 'ইন্দিরা' নামে পরিচিত। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। এমনকি কর্মবিপাকে যারা নিম্নযোনি লাভ করেছেন, সেই পূর্বপুরুষদেরও উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শোনামাত্রই সামবেদীয় যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজন! মহিস্মতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল। পুত্র-পৌত্রাদিসহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ নামগানে মগ্ন থাকতেন। একদিন রাজা সুখে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাঁকে দর্শন করে রাজা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করে মুনিকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন- হে মুনিবর! আপনার দর্শনমাত্র আমার যাবতীয় যজ্ঞফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। দেবর্ষি নারদ বললেন-হে মহারাজ! অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি একসময় যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন! আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন, আমি এখন তা আপনাকে বলছি। তিনি বললেন- 'হে ঋষিবর! মাহিস্মতির ইন্দ্রসেন রাজা আমার পুত্র। তাকে বলবেন যে, আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোন কারণবশত যমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক ইন্দিরা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। সেই ব্রত প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হবে।' এই কথা জানাবার জন্যই আমার আগমন।...

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন...

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ মাগোবাবানন্দম। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যানন্দম।।

পরবর্তী পৃষ্ঠা পরের অংশ...

হে রাজন! আপনার পিতার মঙ্গলবিধানে আপনি যথাবিধি ইন্দিরা ব্রত পালন করুন।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন- হে দেবর্ষি! সেই ইন্দিরা ব্রতের বিধি কি, কোন তিথি বা কোন পক্ষে এই একাদশী ব্রত করা কর্তব্য, তা কৃপা করে আমাকে বলুন। দেবর্ষি উত্তর দিলেন- হে মহারাজ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমীর দিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করবেন, মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হয়ে পুনরায় স্নান করবেন এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করবেন। পরদিন একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে নিরাহারে থাকবেন। ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করবেন। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন'। এভাবে শ্রদ্ধা সহকারে সালগ্রাম পূজা করে পিতার উদ্দেশ্যে ব্রতের ফল অর্পণ করবেন। দ্বাদশীর দিন সকালে ভক্তিভরে শ্রীগোবিন্দের পূজা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। হে রাজন! বিধি অনুসারে শ্রীহরি এবং ভক্তদের অর্চন করলে আপনার পিতৃবর্গ মুক্তিলাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মুনিবরের উপদেশ অনুসারে পুত্রপরিজনসহ ভক্তিসহকারে এই ইন্দিরা ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তখন দেবলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং তার পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজপুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দিরা একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মাণুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

[বিঃ পারণের সময়ঃ পরের দিন রবিবার সকালঃ ০৫:১৫ মিঃ থেকে ০৯:২৯ মিনিট এর মধ্যে।]

সনাতনঃ সত্যঃ এব শাশ্বত।।

https://ekadashi466517085.wordpress.com/blog/

ওঁ নালাবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবানন্দম। শ্রীহরি নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

সংসারঃ অতীতঃ এব বাস্য।

=================================

নিত্য খাদ্য আহারের নিয়ম ও সামগ্রী তালিকা

=================================

নিরামিষ খাওয়ার উপকারিতা জেনে নিন, সুস্থ থাকুনঃ

ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিরামিষ খাবার অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ নিরামিষ খাবার খেতে পছন্দ করেন। নিরামিষ খাবারে প্রচুর পরিমানে ফাইবার, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, এছাড়া প্রোটিন ও জরুরি নিউট্রিশনস বর্তমান। নিরামিষ খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকেনা। ফলত এই ধরণের খাবার আমাদের শরীরে বাড়তি মেদ জমতে দেয় না এবং অনেক রকম রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। আসুন দেখে নেওয়া যাক নিরামিষ খাবার আমার আমাদের শরীরের জন্য কেন প্রয়োজনীয়।শরীরের জরুরি চাহিদা পূরণ করে নিরামিষ মানে শাক সবজি, ফলমূল, সয়াবিন, মাশরুম, ডাল ইত্যাদি। এই সমস্ত খাবারে আমাদের শরীরের জন্য জরুরি ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ১২ এছাড়া আইরন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, আয়রন থাকে। এছাড়া প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। ফলত এগুলি আমাদের শরীরের জরুরি চাহিদা পূরণ করে আমাদেরকে সুস্থ রাখে। অতিরিক্ত মাত্রায় আমিষ প্রোটিন আমাদের শরীরে নানা রকম শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি করে। যেমন কিডনিতে পাথর, এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শাক সবজি বা অন্যান্য নিরামিষ জাতীয় খাবার আমাদের শরীরে এই ধরণের সমস্যা গুলি হতে দেয়না বা এই ধরণের রোগ গুলির সম্ভাবনাকে কম করে। ভিটামিন সবুজ শাক সবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি থাকে যা আমাদের চোখ ভালো রাখে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এর স্বভাবনাকে কম করে। এছাড়া এই ভিটামিন সি আমাদের শরীরে কোলাজেন তৈরী করতে সাহায্য করে যা আমাদের আর্থারাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাকে কম করে। মস্তিষ্কের পুষ্টি সবুজ শাক সবজিতে প্রচুর পরিমানে এন্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যারোটিনোইডস থাকে যা ফ্রি রাডিক্যালস গুলিকে নষ্ট করে এবং আমাদের মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধন করে। এছাড়া প্রচুর পরিমানে ভিটামিন বি থাকে যা আমাদের মস্তিষ্কের কোষ গুলিকে সতেজ ও কার্যকরী করে তোলে। মেটাবলিসম নিরামিষ শাক সবজিতে বর্তমান ফাইবার, আয়রন, আমাদের শরীরের রক্তের লাল রক্তকণিকাগুলিকে শরীরের সব প্রান্তে পৌঁছে দেয় ফলত আমাদের মেটাবলিসমকে বাড়িয়ে তোলে। ক্যান্সার সবুজ শাকসবজি আমাদের শরীরে কোলন ক্যান্সার, স্টমাক ক্যান্সার, স্কিন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এগুলিতে বর্তমান এন্টিঅক্সিডেন্ট, ফ্লাভোনোয়েডস, বর্তমান। এগুলি ক্যান্সারের জীবাণুদের নষ্ট করে। এছাড়া ব্রকোলি, বাঁধাকপিতে বর্তমান সালফোরাফান, এবং ইনথিওক্যান্টে আমাদের শরীরে ক্যান্সারের জীবাণুগুলির সাথে লড়তে সাহায্য করে। এন্টি ক্যান্সার নিরামিষ খাবার যেমন সয়াবিন আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে বর্তমান ভিটামিন কে, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন সি, এছাড়া প্রয়োজনীয় নিউট্রিশনস যেমন ক্যালসিয়াম, আয়রন,পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, ইত্যাদি বর্তমান। এটি মাছ, মাংস ও ডিমের থেকে বেশি পুষ্টিদায়ক। স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না এতে কোনোরকম স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকেনা। ফলত এটি কোলেস্টেরলের পরিমানকে স্বাভাবিক রাখে। এটি আমাদের শরীরে আর্থেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা কম করে ফলত হার্ট এট্যাক বা স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাকে কম করে। এছাড়া এতে বর্তমান ফাইবার আমাদের হজম ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। এছাড়া এতে বর্তমান এন্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের শরীরে ফ্রি রাডিক্যালস গুলিকে নষ্ট করে ফলত ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া এটি রক্ত চাপকে স্বাভাবিক রাখে এবং টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস এর সম্ভাবনাকে কম রাখে। ওজন বৃদ্ধি এছাড়া অন্যান্য গুনাগুন নিরামিষ খাবার যেমন পনির আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি বর্তমান। এটি আমাদের শরীরে গুড কোলেস্টেরলের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখে। এছাড়া চুল, ত্বক, দাঁত ও হাড়কে ভালো রাখতে সাহায্য করে। নিরামিষ খাবার যেমন মাশরুম আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি সরবরাহ করে। এতে বর্তমান প্রোটিন এবং নিউট্রিশনস আমাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এতে বর্তমান এন্টিঅক্সিডেন্ট আমাদে শরীরে ফ্রি রাডিক্যালস গুলিকে নষ্ট করে এছাড়া এতে বর্তমান ভিটামিন আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সক্রিয় করে। নিরামিষ খাবারের উপকারিতা বলে শেষ করার মতো নয়। প্রতিদিন সঠিক পরিমান নিরামিষ খাবার আমাদের শরীরকে অনেক বেশি পরিমানে কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

[দ্রঃ সকল সময় জল ফুটিয়ে খান, বাজারের ফল-মূল-সব্জী ভালোকরে জল দেয়ে ধুয়ে খাবেন বা রান্না করবেন। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা খাদ্য গ্রহণ না করাই উচিত।খাবার আগে বা পরে ভালো করে হাত, পা, মুখ ভালো করে ধুয়ে খেতে বসবেন। খাবার আগে বা পরে গুরু মন্ত্র যপ করে নিন। রান্না করা খাবার ৬-৯ ঘন্টার মধ্যে খেয়ে নেওয়া উচিত।]

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মায়োবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

=======================================
নিত্য যোগ-প্রাণায়াম ও মুদ্রা ক্রিয়া প্রদ্ধতিঃ
=======================================

সূর্য নমস্কার বা সূর্য প্রণামঃ

পদ্ধতি : সূর্য নমস্কার বা সূর্যের উপাসনা হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। সূর্যদেব সংসৃষ্ট, পরিবর্ধিত ও পুঞ্জীভূত রোগের জীবাণু থেকে বস্তুসমূহকে বিশুদ্ধ করে। সূর্য নমস্কার আসন ও ব্যায়ামের সমন্বয়ে সৃষ্টি। এটি অভ্যাসের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পরিপাকযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং স্নায়ুমণ্ডলীর সবলতা, যকৃতের গোলমাল, বহুমূত্র, সর্দিকাশি, হাঁপানি, বুক ধড়ফড়ানি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়াবৈষম্য, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের দুর্বলতাজনিত রোগসমূহ, সামান্য শ্রমে বেশি কাতরতা ইত্যাদি নিরাময় হয়।

সূর্য নমস্কারের পদ্ধতি :
(১) প্রথমে হাত জোড় করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে দাঁড়ান। (২) হাতের তালুতে তালুতে খুব জোরে চাপুন যাতে বুকের পেশি শক্ত হয়। তার পর এই চাপ বজায় রেখে অর্ধচন্দ্রাসনের ভঙ্গিতে হাত তুলে পেছনে বেঁকান। (৩) ওখান থেকে সামনে ঝুঁকে হাতপায়ের সামনে মাটিতে রেখে পদহস্তাসন করুন। ৪) এই অবস্থায় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ুন। ৫) ওই অবস্থায় ডান পা পেছনে সোজা করে দিন। ৬) এ বার হাঁটু থেকে মাথা তুলে সামনের দিকে তাকান। ৭) বাঁ পা পেছনে সোজা করে দিন। ৮) এ বার ডনের ভঙ্গিতে হাতের জোরে নামুন। ৯) ডন থেকে আস্তে আস্তে উঠুন। ১০) বাঁ পা পূর্বের ভঙ্গিমায় ভাঁজ করে সামনে নিয়ে আসুন। ১১) মাথা নামান। ১২) ডান পা ভাঁজ করে সামনে নিয়ে আসুন। ১৩) নিতম্ব গোড়ালিতে লাগিয়ে বসুন। ১৪) আবার নিতম্ব তুলে সোজা রেখে পদহস্তাসন করুন। ১৫) এ বার হাত তুলে অর্ধচন্দ্রাসনের ভঙ্গিতে পেছনে বেঁকান। ১৬) সেখান থেকে সোজা হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে ফিরে আসুন। এই হল এক বার। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে এ রূপ তিন বার থেকে ক্রমশ বাড়িয়ে ছ' বার অভ্যাস করুন।সূত্র : যোগসন্দর্শন

সনাতনঃ সত্যং এব শাশ্বত।।

ॐ নারায়ণায় নমঃ ।।১০৮।।

"নিত্য জীবনে সূর্য্য প্রণাম, ১০০টি রোগ নিরাময় করিয়া থাকে।"

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ নালোবালানন্দম। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যানন্দম।।

=================

শ্রীশ্রী সূর্য্য পূজা মন্ত্রঃ

===================

ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ !!৩!!

গায়েত্রীঃ
ওঁ আদিত্যায়ং বিদ্মাহে মার্তন্ডায়ং ধীমাহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ !৩!
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ !!৩!!

অঙ্গন্যাসঃ
ওঁ সাং হৃদয় নমঃ। ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ সৈং কবচায় হূং। ওঁ সৌ নেত্রায়াং বৌষট্। ওঁ সঃ করতাল পৃষ্টাভ্যা অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাসঃ
ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সুং মধ্যাভ্যাং বষট্। ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হূং। ওঁ সৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যাণঃ
ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয় ভ্যবরান্ দধতং করাব্জৈ, মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম।।
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ !!৩!!

নিবেদনঃ
এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ।

প্রণাম মন্ত্রঃ
ওঁ জবাকুসুম্ সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তরিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রাণতোহস্মি দিবাকরম্।। !!৩!!
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং নমঃ !!৩!!

=============

রবি ধ্যাণ মন্ত্রঃ

=============

!! ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্ত দ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।।
জ্ঞানজ্যোতি সমাযুক্তাং ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চম্।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যাধিদৈবতম্।। !!

ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ং স্বাহা !!১২!!

ওঁ নালোবালায় নমঃ ।।১০৮।।

সংসারং অতীতং এব বাস্য।

"ধর্ম্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্রিকা" পঞ্চমপর্ব(৫) ৫১২১কঃ/১৪২৮বঃ ০১/১০/২০২১

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবানন্দম্। শ্রীহঁরি নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।

==============================
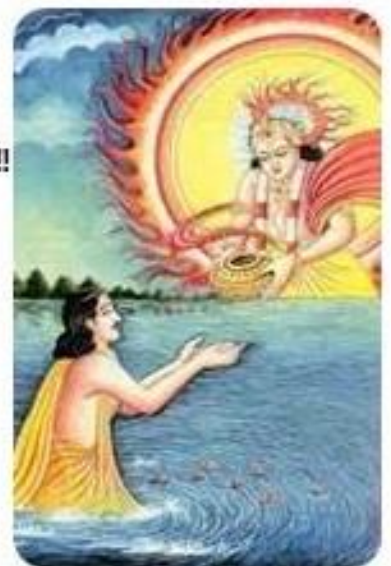
জন্মতত্ত্ব রহস্যম্ !! মহাঋষি মালোবাবা

==============================

প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ বিষ্ণুযশ্ বিজয়ঃ পিতাঃ সুমতি অনিতা মাতাঃ
জগৎখ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ মহাঋষি মালোবাবায়ং নমো নমঃ !৩!

ওঁ নমঃ ভগবতে হঁরি মালোবাবায়ং নমঃ !৩!

জন্মান্তঃ কল্কি কাল্ জ্ঞানম্ তাপসৈ মালোবাবায়ং।
শুক্লা চতুর্থী শ্রাবণ মাস্যৈ কল্কি কাল্ অবতারং।।
ননীগোপালঃ পিতামহ্ মম্।
পিতা বিষ্ণুযশঃ বিজয়া।।
সূর্য কীর্ণঃ কীরণি মাতামহ্ মম্।
মাতা নীতি উবাচঃ অনিতা।।
ভ্রাতা মম্ দেবাশীষঃ বুদ্ধঃ।
ভ্রাত্রী মম্ জ্ঞান বন্দনা।।
স্বজ্ঞান বসত্ শিবঃ আরাধনায়ং দ্রষ্টাব্।
কল্কি অবতার রূপং মালোবাবায়ং।।
সত্য সনাতন ধর্ম্ম মম্।
সত্য জ্ঞানম্ কার্যম্।।
সত্য সনাতন ধর্ম্মে শক্তিম্।
তদ্ মালোবাবায়ং মন্ত্রঃ জ্ঞানৈ মুক্তিম্।।
অজ্ঞানম্ ক্ষয়হ্ ধর্ম্মঃ জ্ঞানৈং জ্যোতিম্।
তদ্ মালোবাবায়ং যন্ত্র-মন্ত্র পূজান্তে মহাবেদঃ জ্ঞানম্ মুক্তিম্।।
স্বগায়েত্রি মন্ত্র-যন্ত্র ধ্যাণম্ করৈয়তি যঃ।
পরম্ শক্তি প্রদানৈং মালোবাবায়ং স্বজ্ঞানৈ মুক্তিম্।।
পরম্গুরু মাতৃ-পুত্রি রূপং।
দীক্ষা-শিক্ষা সপ্তর্ষি জ্ঞানৈ।।
সত্যানন্দ-পরমানন্দ রূপং।
মালোবাবায়ং স্বয়ংবলম্ উন্নতিম্।।

ওঁ নমঃ ভগবতে হঁরি মালোবাবায়ং নমঃ !৩!

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বত।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - "শিশুশিক্ষা-অক্ষরব্রহ্ম পরাঃ বিদ্যা"]

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবালন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

========================

চর্তুরবিংশ্বটি শ্রীশ্রীগুরু প্রণাম স্তুতিঃ

========================

ওঁ মালোবাবায়ং সৎচিদ্দানন্দম্ পরমসুখদম্ কৈবল্ম্ জ্ঞান-বিজ্ঞান মূর্তিম্।
পূর্ণাবতারং আকাশগঙ্গা সদৃশ্যম্ কৈবল্ম মালোবাবায়ং ধ্যাণ্ মূর্তিম্।।(১)

একম্ পরমবন্ধুম্ সকলঃ জীবং অন্তরস্বর্গে কৈবল্ম মালোবাবায়ং মূর্তিম্।
সত্য জ্ঞানম্ সকলঃ ধর্ম্মাখ্যানে ত্বস্মৈ শ্রীসদ্গুরু ত্বং নমামি।।(২)

বিষ্ণুযশ্ এবং সুমতি পুত্রং চ্ অবতার স্বরুপ রুপং।
মাতৃ-পূত্রি রুপঃ পূজং জ্ঞান-বিজ্ঞান দাত্রী চ্ তস্মৈ শ্রীসদ্গুরুবে নমঃ।।(৩)

ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবঃতত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞান-বিজ্ঞান দাত্রী চ্ তস্মৈ শ্রীসদ্গুরুবে নমঃ।।(৪)

সংসার বৃক্ষমারুঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যোনোদ্ধৃত মিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(৫)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলত্বং যেনঃ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(৬)

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(৭)

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুস্বাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(৮)

সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজ সূর্যো যত্রস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(৯)

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিত চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতাং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১০)

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতাং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১১)

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জণম্।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১২)

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎ পদ্যতে স্বয়ম্।
সঃ এব সর্ব্বসম্পর্ন্নং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৩)

জ্ঞান শক্তি সমারুঢ়ং তত্ত্বমালাধি ভূষিতাম্।
ভক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৪)

অনেকজন্ম সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে।
আত্মাজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৫)

...পরে...➔১৩

মনুষ্যধর্ম্ম বৃক্ষ্যাস ৫১টি বিষ্ণু বীজ অক্ষরব্রহ্মঃ ::-
ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অঁ আঃ
কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং
ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং

সংসারঃ অতীতং গুরু বাক্য।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

...আগে➔☹☹

শোষনং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সার সম্পদাম্।
গুরুরোপাদোদকং সম্যক তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৬)

ন্ গুরুরোধিকাং তত্ত্বং ন্ গুরুরোধিকাং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৭)

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথা সদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্ম্যা সর্ব্বভূতাত্ম্যা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৮)

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু এব পরম্দেবতা।
গুরুরোপরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(১৯)

ধ্যাণমূলং গুরুমূর্ত্তিম্ পূজামূলং গুরুরোপদং।
মন্ত্রমূলং গুরুশক্তিম্ ভক্তিমূলং গুরুরোকৃপা।।(২০)

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কৈবল্ম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্ধাতীতং গগণসুদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যণম্।।(২১)

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষী ভূতং।
ভবাতীতং ত্রিগূণারহিতং সদ্গুরু ত্বং ন'মামি।।(২২)

নিত্যশুদ্ধং নিরাভাষ্যং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্মানন্দ নমাম্যহম্।।(২৩

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচিপুত্রম্ এব্ স্বরুপকং রুপং।
তস্যাগ্রজমরু পুরীং মধুরীং গোর্ষ্ঠবাটীং।।(২৪)

রাধাকুন্ডং গিরিবরমহং রাধিকা মাধবাশাং।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরু ত্বং নতোহস্মি।।(২৫)

নমস্তে গুরুদেবায়ং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনে।
সর্ব্বমঙ্গল রুপায়ং সর্ব্বানন্দঃ বিধায়িনে।।(২৬)

মাতৃ দৃষ্টিং গুরু জ্ঞানং পূত্রি শক্তিম্ চরাচরম্।
তৎপদং স্মরনাৎ দেবঃ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(২৭)

শান্তিঃ স্থিতি প্রদায়িম্ সকলঃ সমৃদ্ধিদায়িনে।
ত্বৎস্মাত স্মরন্যে দেবঃ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।(২৮)
তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ ‼৩‼
ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

সকল মাতৃ-পূত্রির শ্রীচরণে নিবেদন রহিল

===================

শ্বাস্ত্রঃ গত গুরু ও সদ্গুরুর কি লক্ষণ

===================

গু-কারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ
রু-কার তেজ্যুচ্যতে।
অজ্ঞান-ধ্বংস্কং ব্রহ্মঃ
গুরুদেব ন সংশয়।।(১)
শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ
বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতির্ষ্ঠঃ
শুচির্দ্দক্ষঃ
সুবুদ্ধিমান্।।(২)
আশ্রমীধ্যাননির্ষ্ঠশ্চঃ তন্ত্রঃ
মন্ত্রঃ বিশারদা।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো
গুররিত্যভিধীয়তে।।(৩)
উদ্ধর্ত্তৈব সঃহং ত্বং
সমর্থো ব্রাহ্মনোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদীচ় গৃহস্থো
ধর্ম্মঃ নির্ষ্ঠাম্
গুরুরুচ্ছতে।।(৪)
গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিকং মন্ত্রে
চাক্ষর বুদ্ধিকং।
প্রতিমাসুশিলাবুদ্ধিং
কুর্ব্বনো নরকং
ব্রজেৎ।।(৫)
সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধোত্ম্যা
শ্রীগুরু-সদ্গুরু পাদপত্মে
সেবানৎ।
সর্ব্বতীর্থ অবগাহ্ নাৎ
ফলং প্রাণোতি
নিশ্চিতং।। (৬).....।বেদ

সনাতনঃ সত্যং এবং শাশ্বতং।

ওঁ মালোবাবায়ৈঃ নমঃ ।।১০৮।।

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে – "সদ্গুরুতত্ত্ব"]

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহঁরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

"নাম' রূপে অবতীর্ণ
গোলকে'র শ্রীহঁরি।
নাম গানে, নাম দানে
চালও সংসার তরী গো...
চালও সংসার তরী।।"

সংসারঃ অতীতং এব বাহ্য।

বন্দেহং মহাপুরুষোত্তম্ মালোবাবায়ং

'পরমবৈষ্ণব সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা' সুকৃত দ্বারা।

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/

https://meet.google.com/hak-fohh-mxa

স্বয়ংবল গুরুকুল।। SKARGurukuls।। সত্য সনাতন বিজ্ঞাণ

satyadharmaYuddha.wordpress.com/

malobabaRadio.wordpress.com/

https://AnChor.Fm/MaloBaba

...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণের জন্য, এই আশ্বিন মাসে সদ্গুরু'র জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারণ করিবার জন্য, সহজ স্বাত্মিক পথে চলুন 'মালোবার'র সঙ্গে।

...!! নিত্য প্রশ্নঃ উত্তর পর্ব্ব !!...

- ... আপনাদের সন্তানদের দীক্ষা-শিক্ষা কি সদ্গুরুর কাছে হইয়াছে?
- ...মানব জীবনে আত্ম্যাধীক বিদ্যার কেন প্রযোজন?
- ...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণে মালোবাবা'র দেহতত্ত্ব কতটা প্রযোজন?

অনলাইনে সংযুক্ত হন। 'পুরষ্কারের জন্য'

অনলাইনে সংযুক্ত হন। 'পুরষ্কারের জন্য'